বই দেখে লেখায় বহিষ্কার ৪, দুই শিক্ষককে অব্যাহতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ডিগ্রি কলেজে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রথম বর্ষের ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষায় বই দেখে লেখার ঘটনায় চার পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

একই সঙ্গে দুই শিক্ষককে পরীক্ষা-সংক্রান্ত সব কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ও আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।

শনিবার (২৯ আগস্ট) দুপুরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ বিভাগ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও বিভিন্ন গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের বই দেখে পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে আসে ঘটনাটি।

এদিকে, পরীক্ষার হলে বই দেখে পরীক্ষা দেওয়ার ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে গিয়ে দুই সাংবাদিক হামলা ও মারধরের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

হামলার শিকার সাংবাদিকদের একজন বাংলাদেশ বেতার ও নাগরিক টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি রাব্বি আহমেদ। তিনি এ ঘটনায় শুক্রবার গাংনী থানায় মামলা করেছেন।

মামলায় রফিকুজ্জামান ও মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ অজ্ঞাতপরিচয় আরও ১০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস পরিবহন মালিক সমিতির ধর্মঘট

চুয়াডাঙ্গায় আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস পরিবহন মালিক সমিতির ধর্মঘট চলছে। শনিবার সকাল থেকেই চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা- জীবননগর-হাসাদহ, চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া রুটের সব বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন চুয়াডাঙ্গা আন্তঃজেলা বাস-মিনিবাস মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক হাজী আবুল কালাম আজাদ।

স্থানীয় ও পরিবহন সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আলুকদিয়া ইউনিয়নের দৌলতদিয়াড় এলাকায় ব্যাটারিচালিত একটি ইজিবাইকচালক নিয়মবহির্ভূতভাবে শহরে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এ সময় সেখানে দায়িত্বে থাকা পুলিশ ও বাস শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিনিধিরা তাকে বাধা দিয়ে ফিরিয়ে দেন।

এ ঘটনার জেরে ওই ইজিবাইকচালক তাঁর সহযোগীদের নিয়ে আলুকদিয়া এলাকায় সংগঠিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে চলাচলকারী একটি বাস আটকে দেন।

অভিযোগ রয়েছে, এ সময় তারা বাসের চালক ও সুপারভাইজারকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার পাশাপাশি বাসে হামলা চালান এবং তাঁদের জিম্মি করে রাখেন। খবর পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে জিম্মি থাকা বাসের চালক ও সুপারভাইজারকে উদ্ধার করে।

ঘটনার প্রতিবাদ ও জড়িতদের শাস্তির দাবিতে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা বাস-মিনিবাস শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা ও সাধারণ শ্রমিকরা দৌলতদিয়াড় এলাকায় সড়কের ওপর আড়াআড়িভাবে বাস রেখে অবরোধ করেন। পরে চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপারের মধ্যস্থতায় এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে ন্যায্য বিচারের আশ্বাসে সড়ক অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। তবে শ্রমিকদের মধ্যে থাকা ক্ষোভ ও অসন্তোষ কমেনি।

নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং হামলায় জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গতকাল শুক্রবার (২৮ আগস্ট) দিনভর চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়াসহ জেলার অভ্যন্তরীণ সব রুটে বাস চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। আজ শনিবার থেকে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর-হাসাদহ, চুয়াডাঙ্গা-ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা- কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা-হাটবোয়ালিয়া রুটের সব বাস চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

হঠাৎ করে জেলার সব রুটে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা নির্ধারিত গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাসের ওপর নির্ভরশীল মানুষগুলোকে পড়তে হয়েছে চরম বিড়ম্বনায়।

বাস না পেয়ে অনেকেই টার্মিনালে অপেক্ষা করেছেন। আবার অনেকে বাধ্য হয়ে বিকল্প যানবাহনে গন্তব্যে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন এবং গুনছেন বাড়তি ভাড়া।

স্থানীয় বাসযাত্রীরা বলেন, হঠাৎ বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তারা চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন। প্রয়োজনীয় কাজে গন্তব্যে যাওয়ার জন্য বাসের অপেক্ষায় এসে এখন বিকল্প যানবাহনের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতে অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে এবং সময়ও বেশি লাগছে।

এদিকে মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা জানিয়েছেন, শ্রমিকদের ওপর হামলার সুষ্ঠু বিচার এবং সড়কে ইজিবাইকের অবৈধ চলাচল বন্ধে প্রশাসন দৃশ্যমান পদক্ষেপ না নেওয়া পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা থেকে কোনো রুটে বাস চলাচল করবে না। অন্যদিকে এলাকায় যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

তবে আন্তঃজেলা পরিবহন ধর্মঘট চললেও দূরপাল্লার পরিবহনগুলো সময়মতো যাতায়াত করছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার নবাগত অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মারুফ রহমান বলেন, “এই বিষয়ে আমরা কাজ করছি এবং চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা বসেছি।”

মেহেরপুরে নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ১৪৭তম জন্মোৎসব শুরু

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুরে সনাতন ধর্মগুরু শ্রীশ্রী স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেবের ১৪৭তম বার্ষিক সার্বভৌম জন্মোৎসব শুরু হয়েছে।

পবিত্র ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে ঠাকুরের শুভ জন্মতিথি উপলক্ষে কুতুবপুরস্থ শ্রীশ্রী গুরুধামে (ঠাকুরের জন্মভিটা) তিন দিনব্যাপী এ বর্ণাঢ্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় মঙ্গল আরতি, শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। রাতে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী ঠাকুরের বিশেষ অধিবাস কীর্তন।

শনিবার (২৯ আগস্ট) সকাল থেকে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা হাজার হাজার ধর্মপ্রাণ নারী-পুরুষ ও ভক্ত-অনুরাগীদের পদচারণায় ভৈরব নদীর তীরের ঐতিহাসিক কুতুবপুর আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে। অনেক ভক্ত পরিবারের সদস্য ও শিশুদের সঙ্গে নিয়ে এ উৎসবে যোগ দিয়েছেন।

নিগমানন্দ পরমহংসদেবের ভক্ত-অনুরাগী ছড়িয়ে রয়েছে ভারত, নেপাল, ভুটান, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রতি বছরের মতো এবারও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুলসংখ্যক ভক্ত জন্মোৎসবে অংশ নিতে কুতুবপুরে সমবেত হয়েছেন।

উৎসবের প্রধান কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে মঙ্গল আরতি ও ঊষা কীর্তন, গুরুপূজা ও বিশেষ প্রার্থনা, ধর্মীয় আলোচনা সভা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ।

আয়োজক কমিটি ও স্থানীয় ভক্তরা জানান, নিগমানন্দ পরমহংসদেবের জন্মোৎসবকে কেন্দ্র করে প্রতিবছরই কুতুবপুর ধাম একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে স্থানীয় প্রশাসন ও

স্বেচ্ছাসেবকরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আগামী ৩০ আগস্ট মহাসমারোহে তিন দিনব্যাপী এ সার্বভৌম জন্মোৎসবের সমাপ্তি হবে।

ইতিহাসের আলোয় কাজী নজরুল ইসলামের কুষ্টিয়া সফর

দুই গগনচুম্বী স্মৃতির জনপদে তৃতীয় সুর

নদী, ধুলো, দর্শন আর গানের এক আশ্চর্য মায়াবী ক্যানভাস বা পটভূমির নাম কুষ্টিয়া। এই জনপদের মাটির গভীর থেকে আজো চুইয়ে পড়ে বাউল সম্রাট সাঁই লালন শাহের একতারা-দোতারার আধ্যাত্মিক এবং দেহতাত্ত্বিক সুর। অন্যদিকে, এই অঞ্চলের বাতাসে, কুমারখালীর পদ্মার ঢেউয়ে কিংবা শিলাইদহের সবুজ বুনো ঘাসে মিশে আছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই কালজয়ী কাব্যিক গুঞ্জন ও সৃষ্টিশীল জীবনের সোনালী দিনগুলো।

বাংলা সংস্কৃতির এই দুই প্রধান মহীরুহের পদচারণায় ধন্য কুষ্টিয়া অঞ্চলটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে বরাবরই অবিভক্ত বাংলার অন্যতম প্রধান উর্বর কেন্দ্র। কিন্তু ইতিহাসের এক অদ্ভুত ও বেদনাদায়ক বিস্মৃতির কারণে এই পুণ্যভূমির আরেকটি মহিমান্বিত গৌরবময় অধ্যায় আজ প্রদীপের নিচে অন্ধকারের মতো ঢাকা পড়ে আছে।

লালন ও রবীন্দ্রনাথের এই অনন্য স্মৃতিবিজড়িত জনপদেই কিন্তু পা রেখেছিলেন বাংলা সাহিত্যের আরেক দিকপাল, সাম্যের কবি, দ্রোহের কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের কনকনে শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে গড়াই নদীর পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

কবির সেই সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী ও তাৎপর্যপূর্ণ সফর কুষ্টিয়ার প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে এক নতুন বলয় তৈরি করেছিল। যেখানে লালনের মানবতাবাদ আর রবীন্দ্রনাথের

বিশ্বজনীনতা আগে থেকেই ছিল, সেখানে নজরুলের মেহনতি মানুষের মুক্তির গান কুষ্টিয়ার মাটিকে পূর্ণতা দিয়েছিল।

১৯২৯ সালের অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
কাজী নজরুল ইসলামের এই কুষ্টিয়া সফর কোনো সাধারণ সাহিত্যিক ভ্রমণ, নিছক প্রমোদভ্রমণ কিংবা গীতি-আড্ডার অংশ ছিল না; এর পেছনে ছিল অবিভক্ত বাংলার এক উত্তাল রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন। আমাদের তৎকালীন ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, ১৯২০-এর দশকের শেষভাগটা ছিল ভারতবর্ষের কৃষক, মজুর এবং সাধারণ প্রজা আন্দোলনের সবচেয়ে মোড় পরিবর্তনকারী সময়।

একদিকে ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন, অন্যদিকে দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের সীমাহীন শোষণ—এই দুই যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল বাংলার সাধারণ খেটে খাওয়া কৃষক সমাজ।

এই শোষণের বিরুদ্ধে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, কমরেড মুজাফ্ফর আহমদ এবং তৎকালীন প্রগতিশীল বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী দূরদর্শী নেতারা শোষিত, বঞ্চিত কৃষক ও প্রজাদের অধিকার আদায়ে একের পর এক সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেন। শোষিত কৃষকদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং সংগঠিত করার জন্য নিখিল বঙ্গীয় প্রজা ও কৃষক আন্দোলনের যে ধারাবাহিক সম্মেলনগুলো শুরু হয়েছিল, তার প্রথম দুটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যথাক্রমে কলকাতা ও ময়মনসিংহে। এই লড়াকু আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল কুষ্টিয়াকে। কারণ, কুষ্টিয়া তখন কেবল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রই ছিল না, বরং মোহিনী মিলের কারণে এটি ছিল পূর্ববঙ্গের অন্যতম প্রধান শ্রমিক ও মেহনতি মানুষের শহর।

নিখিল বঙ্গ কৃষক সম্মেলন ও ‘বঙ্গীয় কৃষক লীগ’ গঠন

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে তৎকালীন কুষ্টিয়া শহরে অনুষ্ঠিত হয় ঐতিহাসিক ‘নিখিল বঙ্গ কৃষক সম্মেলন’। এই সম্মেলনের মূল লক্ষ্য বা রাজনৈতিক এজেন্ডা ছিল জমিদারি প্রথার বিলোপ সাধন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের করাল গ্রাস থেকে কৃষকদের মুক্তি এবং ‘লাঙল যার জমি তার’—এই নীতির বাস্তবায়ন। এই সম্মেলনটি কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না।

তৎকালীন আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন বা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সুনির্দিষ্ট পরামর্শে এবং কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক দক্ষতায় এই কুষ্টিয়ার

সম্মেলনেই গঠিত হয়েছিল অবিভক্ত বাংলার কৃষকদের অধিকার আদায়ের মূল চালিকাশক্তি—ঐতিহাসিক ‘বঙ্গীয় কৃষক লীগ’।

এই লীগের মাধ্যমেই বাংলার কৃষক আন্দোলন এক প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, যা পরবর্তীতে ১৯৪০-এর দশকের বিখ্যাত ‘তেভাগা আন্দোলন’ এবং ১৯৫০ সালের জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পথ সুগম করেছিল। আর এই লড়াকু ও ঐতিহাসিক আন্দোলনের অগ্রভাগে কৃষকদের মূল চালিকাশক্তি, সাংস্কৃতিক কণ্ঠস্বর ও প্রধান অনুপ্রেরণা হিসেবে স্বয়ং কমরেড মুজাফ্ফর আহমদের বিশেষ আমন্ত্রণে কুষ্টিয়ায় এসেছিলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

সপরিবারে নজরুলের কুষ্টিয়া আগমন
১৯২৯ সালের ডিসেম্বরের সেই হাড়কাঁপুনি শীতে কাজী নজরুল ইসলাম যখন কুষ্টিয়া অভিমুখে রওনা হন, তখন তিনি কেবল একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসেবে আসেননি। রাজনৈতিক কর্মব্যস্ততা এবং তীব্র সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের আবহের মাঝেই কবি তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনকেও এর সাথে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। তিনি কলকাতা থেকে কুষ্টিয়ার ট্রেনে ওঠার সময় সাথে এনেছিলেন তাঁর পুরো পরিবারকে। কবির সাথে এই সফরে যুক্ত ছিলেন তাঁর সহধর্মিণী প্রমীলা দেবী, শাশুড়ি গিরিবালা দেবী এবং তাঁর দুই নয়নের মণি—আদরের দুই পুত্র বুলবুল ও সব্যসাচী।

নজরুল গবেষকদের মতে, কবি তাঁর পরিবারকে সাথে আনার পেছনে দুটি কারণ ছিল। প্রথমত, তিনি কুষ্টিয়ার উর্বর প্রগতিশীল সামাজিক আবহাওয়ার সাথে নিজের পরিবারকে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, কুষ্টিয়ার তৎকালীন কুঠিয়াল ও শিল্পপতিদের আতিথেয়তার ওপর তাঁর গভীর আস্থা ছিল।

কবির মতো একজন গণমানুষের নেতা যখন সপরিবারে কোনো অঞ্চলে আসেন, তখন সেই সফরের সামাজিক গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। কুষ্টিয়ার রেলস্টেশনে যখন কবি তাঁর পরিবারসহ পা রাখেন, তখন স্থানীয় তরুণ ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ কবিকে বিপুল করতালির মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

মঞ্চে কাজী নজরুল ইসলামের শেষ রাজনৈতিক পদধ্বনি: মুজাফ্ফর আহমদের সাক্ষ্য
কুষ্টিয়ার এই নিখিল বঙ্গ কৃষক সম্মেলনটি কাজী নজরুল ইসলামের ব্যক্তিগত রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাসে এক সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত

কনকনে শীতের তীব্রতা উপেক্ষা করে অবিভক্ত বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা হাজার হাজার লড়াকু কৃষকের এক অভূতপূর্ব ঢল নেমেছিল এই ময়দানে। এই সমাবেশস্থলের ওজস্বী মঞ্চে দাঁড়িয়েই কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর চিরায়ত বজ্রকণ্ঠে আবৃত্তি করেছিলেন স্বরচিত কবিতা এবং গেয়েছিলেন মেহনতি মানুষের মুক্তির গান। এই মাঠের ধুলোবালিতেই সেদিন অনুরণিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী সাম্যবাদী স্লোগান, যা কুষ্টিয়ার মাটিকে চিরকালের জন্য প্রগতিশীল আন্দোলনের মানচিত্রে এক অনন্য ও মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

মিলপাড়ার মাঠে সেই ঐতিহাসিক কৃষক সমাবেশের মূল রাজনৈতিক কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটবার পর, কবির সম্মানে পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী মহকুমা ও বর্তমান উপজেলা কুমারখালীতে একটি বিশাল নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। কুমারখালী অঞ্চলটি কাঙাল হরিনাথ মজুমদার আর মীর মশাররফ হোসেনের স্মৃতিবিজড়িত হওয়ায় আগে থেকেই সংস্কৃতি, সাহিত্য ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার এক অনন্য উর্বর কেন্দ্র ছিল। কাজী নজরুল ইসলামের কুমারখালী আগমনকে কেন্দ্র করে গোটা জনপদ যেন এক উৎসবের নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছিল। স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, সংস্কৃতির সমঝদার এবং আপামর জনতা সেদিন কবিকে একনজর দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন।

এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিকটি ছিল—সেখানে উপস্থিত ছিলেন অবিভক্ত বাংলার কিংবদন্তি চারণকবি মুকুন্দ দাস। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যাঁর চারণগীতি, যার যাত্রা ও গান সাধারণ গ্রামীণ মানুষকে বার বার ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বেলিত ও সশস্ত্র করেছে, সেই প্রবীণ সংগ্রামী মুকুন্দ দাস স্বয়ং এসেছিলেন তরুণ কাজী নজরুল ইসলামকে বরণ করে নিতে। অনুষ্ঠানে কবিকে যখন স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে একটি সুদৃশ্য মানপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়, তখন তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং তাঁর স্বভাবসুলভ ওজস্বী ও কাব্যিক ভাষায় বক্তব্য দেন। মঞ্চে উপবিষ্ট চারণকবি মুকুন্দ দাসকে পরম শ্রদ্ধায় জড়িয়ে ধরে কাজী নজরুল ইসলাম সেদিন এক কালজয়ী মন্তব্য করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: “যাঁরা গান বা বক্তৃতা দ্বারা দেশের জাগরণ আনতে চেষ্টা করেন তাঁরা সকলেই চারণ।” কবির এই একটি মাত্র বাক্য সেদিন দুই প্রজন্মের দুই মহান বিপ্লবীর প্রতিবাদের ভাষাকে, তাঁদের দ্রোহের সুরকে এক সুতোয় বেঁধে দিয়েছিল। কুমারখালীর মাটিতে কাজী

বাড়ির মানুষেরা যখন জানতে পারেন যে কলকাতার বিখ্যাত কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্বয়ং তাঁদের গ্রামে এসেছেন, তখন তাঁরা কবিকে অত্যন্ত সমাদর করে নিজেদের বৈঠকখানায় নিয়ে যান। কবি সেখানে বসে ডাব খেয়েছেন, চা-নাশতার আতিথ্য গ্রহণ করেছেন এবং স্থানীয় উৎসুক তরুণদের সাথে আড্ডা দিয়েছেন। এখানে একটি সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির সূত্রও লুকিয়ে আছে। কবির জীবনে “খাঁ” বাড়ির একটি বিরাট ভূমিকা রয়েছে, যা কুমিল্লার দৌলতপুরের আলী আকবর খানের বাড়ি।

সেখানে কবি দীর্ঘদিন থেকেছেন এবং তাঁর প্রথম বিয়েও হয়েছিল সেখানে। কুষ্টিয়ার স্থানীয় মানুষের স্মৃতিতে কাজী নজরুল ইসলামের সেই বিখ্যাত “খাঁ বাড়ির গল্প” এবং হরিপুরের চরে কবির ক্ষণিকের আতিথ্য নেওয়ার স্মৃতি—এই দুটি ঘটনা কালক্রমে লোকশ্রুতিতে মিশে একাকার হয়ে গেছে। লিখিত ইতিহাসে সুনির্দিষ্ট কোনো খাঁ বা মিয়া বাড়ির নাম টোকা না থাকলেও, লোকস্মৃতির এই বয়ান প্রমাণ করে যে হরিপুরের সাধারণ মানুষ কাজী নজরুল ইসলামকে কতটা আপন করে নিয়েছিলেন।

ঐতিহ্যের সংকট ও ‘ত্রয়ী সাংস্কৃতিক বলয়’-এর দাবি

কাজী নজরুল ইসলামের ১৯২৯ সালের সেই কুষ্টিয়া সফর ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তার ঐতিহাসিক গভীরতা ছিল অপরিসীম। তিনি এসেছিলেন শোষিত কৃষকের অধিকারের বার্তা নিয়ে, মেলাবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাসের সাথে, আবার গড়াইয়ের চরে এসে হারিয়ে গিয়েছিলেন এক চঞ্চল যুবকের মতো প্রকৃতির মাঝে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের জাতীয় কবির স্মৃতিধন্য মিলপাড়ার সেই ঐতিহাসিক কুঠিবাড়িটি স্বাধীনতার পর থেকে নানামুখী অবহেলা আর অবৈধ দখলদারিত্বের কবলে পড়ে। স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ইসলাম হাজী ও তাঁর চক্র মোহিনী মিলের এই ঐতিহ্যবাহী বিশাল ভবনটি দীর্ঘকাল ধরে অবৈধভাবে দখলে রেখেছিলেন।

এর চেয়েও বড় ট্র্যাজেডি ঘটে ২০২৪ সালের ৫ই আগস্ট রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর গণরোষ এবং রাজনৈতিক ক্ষোভের মুখে এই দখলকৃত বাড়িটি ব্যাপক ভাঙচুরের শিকার হয়। রাজনৈতিক দখল আর ভাঙচুরের খেলায় আমরা অজান্তেই আমাদের জাতীয় কবির স্মৃতিবিজড়িত একটি ঐতিহাসিক কুঠিবাড়িকে আজ ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছি। অথচ, যে বাড়িটিকে আজ সাধারণ মানুষ ‘ইসলাম হাজীর দখলকৃত বাড়ি’ বা ‘ভাঙচুর হওয়া ভবন’ হিসেবে চেনে, সেটি আসলে বাংলা সাহিত্যের এক

অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

সচেতন নাগরিক ও ইতিহাসপ্রেমীদের পক্ষ থেকে আজ জোর দাবি তোলার সময় এসেছে—অবিলম্বে এই ভবনটিকে রাষ্ট্রীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ ঘোষণা করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেওয়া হোক। সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হোক একটি আধুনিক ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতি জাদুঘর’।

কুষ্টিয়া আজ লালন আর রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি নিয়ে গর্ব করে, যা অত্যন্ত যথার্থ। যদি এই বাড়িটি উদ্ধার করে একটি নজরুল জাদুঘর স্থাপন করা যায়, তবে কুষ্টিয়া শহর ও শহরতলীর মধ্যে একটি অনন্য “ত্রয়ী সাংস্কৃতিক পর্যটন বলয়” গড়ে উঠবে। কুষ্টিয়ায় আসা একজন পর্যটক মাত্র কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে একই সাথে বাউল সম্রাট লালন শাহের আখড়াবাড়ী, ট্যাগোর লজ এবং প্রস্তাবিত নজরুল জাদুঘর দেখতে পারবেন। বিশ্বদরবারে কুষ্টিয়ার সাংস্কৃতিক গৌরবকে তুলে ধরার জন্য এর চেয়ে বড় সুযোগ আর হতে পারে না।

গড়াইয়ের জল বয়ে চলে, দিন বদলে যায়, কিন্তু কুষ্টিয়ার ইতিহাসে “দুখু মিয়া”র সেই দিনগুলো যেন চিরকাল ভাস্বর হয়ে থাকে—সেই দায়িত্ব আজ আমাদের সবার।

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম প্রয়াণ দিবসে কবির অবিনশ্বর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও বিনম্র অঞ্জলি।
লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মেহেরপুরে মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (২৮ আগস্ট) মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া গ্রামে এ শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

এ সময় এলাকার মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় সহায়তার লক্ষ্যে তাদের হাতে বই, খাতা, কলম, জ্যামিতি বক্সসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. রাজু হোসেন, সাধারণ সম্পাদক, মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুর।

বক্তব্যে তিনি বলেন, “শিক্ষা ছাড়া কোনো সমাজকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে। আগামী দিনেও এ ধরনের জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. জাহারুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সদস্য, মুজিবনগর সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা, মেহেরপুর।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী সদস্য কুলসুম খাতুন, সদস্য শেখ জাকিয়াসহ সংস্থার অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক সম্পাদক পলেনের মা আর নেই

মেহেরপুর প্রতিদিনের সাবেক সম্পাদক এবং বাংলাদেশ প্রতিদিন ও গ্লোবাল টিভির মেহেরপুর প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পলেনের মা আর নেই।

শুক্রবার (২৮ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মরহুমার জানাজার নামাজের সময় ও স্থান পরবর্তীতে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

হামলায় আহত রাব্বি ও তারিককে গাংনী হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তারা ঘটনার বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিতে গাংনী থানায় উপস্থিত হন।

এদিকে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলার খবর ছড়িয়ে পড়লে মেহেরপুরের সাংবাদিকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। জেলার সাংবাদিকরা ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনে বাধা, হামলা, আটকে রাখা এবং তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও সরঞ্জাম ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মুহাদ্দিদ মোর্শেদ চৌধুরী বলেন, “ঘটনাটি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে থানায় এসে অভিযোগ করা হলে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে। কারা হামলার সঙ্গে জড়িত, কী কারণে এ ঘটনা ঘটেছে এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ও অন্যান্য সরঞ্জাম নেওয়া হয়েছে কি না, সবকিছুই খতিয়ে দেখা হবে।”

তিনি আরও বলেন, “তদন্তে যাদের সম্পৃক্ততা পাওয়া যাবে, তাদের কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হবে।”

অভিযোগের বিষয়ে কলেজের শিক্ষক মনিরুজ্জামান বিপ্লবসহ সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের বক্তব্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যায়নি। তাদের বক্তব্য পাওয়া গেলে প্রতিবেদনে তা যুক্ত করা হবে।

মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগরে হেরোইন ও গাঁজাসহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মুজিবনগর থানা পুলিশ। বুধবার দিবাগত রাতে পৃথক পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন মোনাখালী উত্তরপাড়ার জাকিরুল ইসলামের ছেলে নাইদ ইসলাম (৩২), খোকনের ছেলে রায়হান শেখ (৫২) এবং বল্লভপুর গ্রামের মৃত সনজিৎ মণ্ডলের ছেলে রূপক মণ্ডল (৩০)। তাদের মধ্যে নাইদ ইসলাম ও রায়হান শেখের কাছ থেকে হেরোইন এবং রূপক মণ্ডলের কাছ থেকে গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, মুজিবনগর থানা এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধার, ওয়ারেন্ট তামিল ও বিশেষ অভিযান পরিচালনার সময় পুলিশের একটি দল মোনাখালী গ্রামের জনৈক লাল মিয়ার কলাবাগানের সামনে পাকা সড়কে পৌঁছালে পুলিশের পোশাক দেখে দুই ব্যক্তি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করেন। পরে সঙ্গীয় ফোর্সের সহায়তায় পুলিশ তাদের আটক করে।

জিজ্ঞাসাবাদে তারা নিজেদের নাম-ঠিকানা প্রকাশ করেন। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পুরিয়া হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

অপর একটি অভিযানে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বল্লভপুর গ্রামের রূপক মণ্ডলের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এ সময় তাকে তার বসতবাড়ি থেকে আটক করা হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে রূপক মণ্ডল তার বাড়ির বিছানার তোষকের নিচ থেকে ১৫০ গ্রাম গাঁজা বের করে দেন। পরে তাকে আটক করে থানায় নেওয়া হয়।

ওসি আরও জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এর আগেও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রয়েছে। তারা এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলেও জানান তিনি।

আটক তিনজনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। মুজিবনগরকে মাদকমুক্ত করতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান ওসি উত্তম কুমার দাস।

মেহেরপুরে ১০৮টি হারানো মোবাইল ও ১৭ লাখ টাকা উদ্ধার করলো পুলিশ

মেহেরপুরে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেলের অভিযানে উদ্ধার হওয়া ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করেছে জেলা পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্ধার করা মোবাইল ফোন ও টাকা ভুক্তভোগীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

পুলিশ জানায়, ২০২৬ সালের জুন ও জুলাই এই দুই মাসে জেলার বিভিন্ন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির (জিডি) ভিত্তিতে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল ১০৮টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে। একই সময়ে ২৬টি ফেসবুক আইডিও উদ্ধার করা হয়।

এ ছাড়া বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে প্রতারণা করে হাতিয়ে নেওয়া অর্থের তিনটি মামলায় ১৬ লাখ ৮৪ হাজার টাকা এবং ভুলক্রমে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অন্যের কাছে চলে যাওয়া টাকা সংক্রান্ত ছয়টি জিডির ভিত্তিতে আরও ৫৯ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। সব মিলিয়ে উদ্ধার করা ১৭ লাখ ৪৩ হাজার টাকা প্রকৃত মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

পুলিশ আরও জানায়, অনলাইন জুয়া, বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে ভিসা জালিয়াতি, বিকাশ প্রতারণা ও অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন ধরনের সাইবার অপরাধের ঘটনায় ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা দিতে কাজ করছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল।

জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সাইবার অপরাধের শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে অভিযোগ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে হেযবুত তওহীদের সংবাদ সম্মেলন

হেফাজতে ইসলামের বিরুদ্ধে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের নিয়ে মিথ্যাচার, ফতোয়াবাজি ও হুমকি’র অভিযোগ তুলে এর প্রতিবাদ এবং সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করেছে হেযবুত তওহীদ।

আজ বৃহস্পতিবার মেহেরপুর প্রেসক্লাবে জেলা হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন হেযবুত তওহীদের কুষ্টিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক আমির মো. জসেব উদ্দীন। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মেহেরপুর জেলা হেযবুত তওহীদের সভাপতি মো. আব্দুস সালাম। আরও বক্তব্য দেন ঢাকা মহানগর উত্তরের আমির মো. শরিফুল ইসলাম, জেলা সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আরিফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মাহমুদ।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, গত ১ আগস্ট নোয়াখালী জেলা স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হেফাজতে ইসলামের একটি সমাবেশে হেযবুত তওহীদের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক ও কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। সংগঠনটির দাবি, ওই সমাবেশে হেযবুত তওহীদের ইমাম ও সদস্যদের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক ও হিংসাত্মক বক্তব্যের পাশাপাশি সংগঠনটির স্থাপনা গুঁড়িয়ে দেওয়া এবং দেশ থেকে উৎখাতের হুমকি দেওয়া হয়।

হেযবুত তওহীদের অভিযোগ, সমাবেশে অংশগ্রহণকারী নারীদের নিয়েও অবমাননাকর মন্তব্য করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রশাসনের দেওয়া নির্দিষ্ট শর্তগুলোও সমাবেশে যথাযথভাবে মানা হয়নি বলে সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়। এছাড়া ফটিকছড়িতে হেফাজতে ইসলামের পক্ষ থেকে পেশ করা ৯ দফা দাবির ৬ নম্বর দফায় হেযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন, এসব বক্তব্য ও কর্মকাণ্ডের

কারণে হেযবুত তওহীদের সদস্যদের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার পাশাপাশি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। তারা দাবি করেন, এর আগেও উগ্রবাদীদের ইন্ধনে পোরকরা গ্রামে হেযবুত তওহীদের ইমাম হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের গ্রামের বাড়িতে কয়েক দফা হামলার ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনায় সংগঠনটির দুই সদস্য নিহত এবং শতাধিক সদস্য আহত হয়েছেন বলেও সংবাদ সম্মেলনে দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলন থেকে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গণমাধ্যম এবং সচেতন নাগরিকদের উগ্রবাদ, মব সহিংসতা ও ধর্মীয় বিদ্বেষের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।